দানিয়েলের বই - নম্বর একশ একুশ

অন্তিম দিনের লক্ষণসমূহ উন্মোচন: বসন্তের কুঁড়ি ধরা গাছগুলোর দিকে খ্রিস্টের ইঙ্গিতসমূহ অনুধাবন

Jeff Pippenger

2024-03-07

খ্রিস্ট তাঁর জনগণকে বসন্তে কুঁড়ি ধরা গাছগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যাতে তারা শেষ দিনগুলোর "চিহ্ন" এবং সেই "চিহ্ন"গুলোর তাৎপর্য বুঝতে পারে।

> খ্রিস্ট তাঁর লোকদের তাঁর আগমনের লক্ষণগুলোর দিকে নজর রাখতে এবং তাঁদের আসন্ন রাজাধিরাজের চিহ্নগুলো দেখলে আনন্দ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ‘যখন এই বিষয়গুলো ঘটতে শুরু করবে,’ তিনি বললেন, ‘তখন ওপরের দিকে তাকাও, তোমাদের মাথা উঁচু করো; কারণ তোমাদের মুক্তি ঘনিয়ে এসেছে।’ তিনি তাঁর অনুসারীদের বসন্তের কুঁড়ি ধরা গাছগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: ‘যখন এগুলো কুঁড়ি মেলে, তোমরা নিজেরাই দেখে ও জান যে গ্রীষ্ম এখন একেবারে নিকটে। তেমনি তোমরাও, যখন এই বিষয়গুলো ঘটতে দেখবে, জেনে রেখো যে ঈশ্বরের রাজ্য একেবারে নিকটে।’ লূক ২১:২৮, ৩০, ৩১। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩০৮।

শেষ দিনের "চিহ্ন"গুলো প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনকে ঘোষণা ও সূচনা করা সেই "চিহ্ন"গুলোর দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। সেই "চিহ্ন"গুলোর মধ্যে আকাশমণ্ডলের কম্পনও ছিল; কিন্তু জোয়েল উল্লেখ করেন যে শেষ দিনের "চিহ্ন"—যে দিনগুলোতে ইস্রায়েলের পাপ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না, যখন ঈশ্বরের পবিত্র পর্বত চিরকাল পবিত্র থাকবে, কারণ আর কখনও কোনো পরদেশী তার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করবে না—অর্থাৎ স্বর্গীয় শক্তিগুলোর কম্পন—এর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শক্তিগুলোর কম্পনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সিস্টার হোয়াইট স্বর্গীয় শক্তিগুলোর কম্পন এবং পার্থিব শক্তিগুলোর কম্পনের মধ্যে পার্থক্যটি চিহ্নিত করেছেন।

> ১৮৪৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর, প্রভু আমাকে আকাশমণ্ডলের শক্তিসমূহের কম্পনের এক দর্শন দিলেন। আমি দেখলাম যে মথি, মার্ক ও লূকার লিপিবিদ্ধ লক্ষণসমূহ দান করার সময় প্রভু যখন 'আকাশ' বলছিলেন, তিনি আকাশই বোঝাতে চেয়েছিলেন; আর যখন তিনি 'পৃথিবী' বলছিলেন, তিনি পৃথিবীকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। আকাশের শক্তিসমূহ হলো সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ। তারা আকাশমণ্ডলে শাসন করে। পৃথিবীর শক্তিসমূহ হলো তারা, যারা পৃথিবীতে শাসন করে। ঈশ্বরের কণ্ঠধ্বনিতে আকাশের শক্তিসমূহ কেঁপে উঠবে। তখন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ তাদের স্থান থেকে স্থানচ্যুত হবে। তারা লুপ্ত হবে না, বরং ঈশ্বরের কণ্ঠধ্বনিতে কেঁপে উঠবে।
>
> অন্ধকার, ভারী মেঘ উঠে এল এবং একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেল। বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে গুটিয়ে পিছিয়ে গেল; তারপর আমরা ওরায়নের মধ্যে খোলা স্থান দিয়ে ওপরের দিকে তাকাতে পারলাম, যেখান থেকে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আসছিল। পবিত্র নগর সেই খোলা স্থান দিয়েই নেমে আসবে। আমি দেখলাম যে পৃথিবীর শক্তিসমূহ এখন কাঁপানো হচ্ছে এবং ঘটনাগুলো ক্রমান্বয়ে ঘটছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজব, তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রথমে পৃথিবীর শক্তিসমূহকে কাঁপাবে; তারপর ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলিকে, এবং এই পৃথিবীকেও, কাঁপিয়ে দেবে। আমি দেখলাম যে ইউরোপে

> শক্তিসমূহের কাঁপনটি, যেমন কেউ কেউ শেখান, স্বর্গের শক্তিসমূহের কাঁপন নয়; বরং এটি ক্রুদ্ধ জাতিসমূহের কাঁপন। আর্লি রাইটিংস, ৪১।

ম্যাথিউ, মার্ক ও লূকে বর্ণিত 'আকাশ কেঁপে ওঠা' বলতে বোঝানো হয়েছে আকাশকে শাসনকারী শক্তিগুলোর কম্পনকে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করে সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্র। এই সব আকাশীয় শক্তিই কেঁপে উঠেছিল এবং "চিহ্নসমূহ" সৃষ্টি করেছিল, যা প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের সূচনা করেছিল এবং তা ঘোষণা করেছিল। তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের সময় ঐ আকাশীয় শক্তিসমূহ আবার কেঁপে উঠবে। কিন্তু তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনে পৃথিবীর শক্তিসমূহও কেঁপে উঠবে। পৃথিবীর শক্তি বলতে বোঝায় যে শক্তিসমূহ পৃথিবীকে শাসন করে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, আকাশের নয়, পৃথিবীর শক্তিসমূহ কেঁপে উঠেছিল।

> “এখন কি এই কথা প্রচারিত হচ্ছে যে আমি ঘোষণা করেছি নিউ ইয়র্ক জোয়ার-ঢেউ দ্বারা ভেসে যাবে? এ কথা আমি কখনও বলিনি। আমি বলেছি, যখন আমি সেখানে তলা-পর-তলা করে উঠে চলা বিশাল অট্টালিকাগুলির দিকে তাকিয়েছি, ‘প্রভু যখন ভয়ংকরভাবে পৃথিবীকে কম্পিত করতে উঠবেন, তখন কী ভয়াবহ দৃশ্যই না সংঘটিত হবে! তখন প্রকাশিতবাক্য 18:1–3-এর বাক্যসমূহ পরিপূর্ণ হবে।’ প্রকাশিতবাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সম্পূর্ণটাই পৃথিবীর উপর যা আসছে তার বিষয়ে একটি সতর্কবাণী। কিন্তু নিউ ইয়র্কের উপর বিশেষভাবে কী আসছে সে বিষয়ে আমার কোনো নির্দিষ্ট আলোকপ্রাপ্তি নেই; কেবল এতটুকুই আমি জানি যে, একদিন সেখানে সেই মহৎ অট্টালিকাগুলি ঈশ্বরের শক্তির ঘূর্ণন ও উলটপালটের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আমাকে প্রদত্ত আলোক থেকে আমি জানি যে, জগতে ধ্বংস উপস্থিত। প্রভুর একটি বাক্য, তাঁর মহাশক্তির একটি স্পর্শ, আর এই বিপুল স্থাপনাগুলি পতিত হবে। এমন সব দৃশ্য সংঘটিত হবে, যার ভয়াবহতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।” Review and Herald, July 5, 1906.

মিলারাইটদের ইতিহাসে লূক যে লক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, তার একটি ছিল “জাতিসমূহের ক্লেশ”। জাতিসমূহ পৃথিবীকে শাসনকারী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, তৃতীয় “Woe” ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে প্রবেশ করতেই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি কেঁপে ওঠে। সেই পার্থিব কম্পনটি লূক একুশে উপস্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তা পৃথিবীর শক্তিগুলোর কম্পন—এই বাইবেলীয় অভিব্যক্তি দ্বারা নয়। এটি উপস্থাপিত হয়েছিল “জাতিসমূহের ক্লেশ”—এই বাক্যাংশের মাধ্যমে, যেমন নিউ ইয়র্কের মহান ভবনগুলো ধ্বংস করা হলে বিশ্বের জাতিসমূহের উপর ক্লেশ নেমে এসেছিল। লূকে “জাতিসমূহের ক্লেশ”-ই হচ্ছে পৃথিবীর শক্তিগুলোর কম্পন, এবং এটি মিলারাইটদের ইতিহাসে পূর্ণতা পেয়েছিল।

> আমি দেখলাম যে পৃথিবীর শক্তিসমূহ এখন কম্পিত হচ্ছে এবং ঘটনাগুলো ক্রমান্বয়ে আসছে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের গুজব, তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রথমেই পৃথিবীর শক্তিসমূহকে কম্পিত করবে; তারপর ঈশ্বরের কণ্ঠ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে, এবং এই পৃথিবীকেও কম্পিত করবে। আমি দেখলাম যে ইউরোপে শক্তিসমূহের এই কম্পন কিছু লোক যেমন শিক্ষা দেয় তেমন স্বর্গের শক্তিসমূহের কম্পন নয়; বরং এটি ক্রুদ্ধ জাতিসমূহের কম্পন। প্রারম্ভিক রচনাবলী, ৪১।

"ক্রোধান্বিত জাতিসমূহের শক্তিসমূহের কম্পন," হলো "পৃথিবীর শক্তিসমূহের কম্পন," যা অ্যাডভেন্টিজমের প্রাথমিক ইতিহাসে "ইউরোপের শক্তিসমূহের কম্পন" দ্বারা উদাহৃত হয়েছে। ইউরাইয়া স্মিথ ১৮৩৮ সালে ইউরোপে শক্তিসমূহকে কী কাঁপাচ্ছিল, তা শনাক্ত করেছিলেন।

> যেমন পূর্বের খ্রিস্টীয় সম্রাট তুর্কিদের হাতে ক্ষমতা স্বেচ্ছায় সমর্পণ করার মাধ্যমে এই [ষষ্ঠ] তূরীর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল শুরু হয়েছিল, তেমনি ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরা উপসংহার টানতে পারি যে এর সমাপ্তি চিহ্নিত হবে সেই ক্ষমতাই তুর্কি সুলতান স্বেচ্ছায় খ্রিস্টানদের হাতে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। ১৮৩৮ সালে তুরস্ক মিশরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মিশরীয়দের তুর্কি ক্ষমতাকে উৎখাত করে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এটি ঠেকাতে ইউরোপের চার মহাশক্তি, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, এবং প্রুশিয়া, তুর্কি সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হস্তক্ষেপ করে। তুরস্ক তাদের হস্তক্ষেপ মেনে নেয়। লন্ডনে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মিশরের পাশা মেহেমেত আলির কাছে পেশ করার জন্য একটি আলটিমেটাম প্রণয়ন করা হয়। বোঝাই যায় যে যখন এই আলটিমেটাম মেহেমেতের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন অটোমান সাম্রাজ্যের ভবিতব্য কার্যত ইউরোপের খ্রিস্টান শক্তিগুলোর হাতে ন্যস্ত হবে। এই আলটিমেটাম ১৮৪০ সালের ১১ই আগস্ট মেহেমেতের হাতে তুলে দেওয়া হয়! এবং সেই একই দিনে সুলতান চার শক্তির রাষ্ট্রদূতদের উদ্দেশে একটি নোট প্রেরণ করেন, জিজ্ঞাসা করে যে তারা প্রস্তাবিত শর্তাবলীতে মেহেমেত সাড়া না দিলে কী করা উচিত। উত্তরে বলা হয় যে সম্ভাব্য কোনো পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই; কারণ তার জন্য তারা ব্যবস্থা করেছে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল শেষ হলো, এবং সেই একই দিনে মুসলিম বিষয়াবলীর নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে চলে গেল, যেমন ৩৯১ বছর ও ১৫ দিন আগে খ্রিস্টীয় বিষয়াবলীর নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে চলে গিয়েছিল। এইভাবে দ্বিতীয় দুর্যোগের অবসান হলো, এবং ষষ্ঠ তূরীর ধ্বনি স্তব্ধ হলো। Uriah Smith, Synopsis of Present Truth, 218.

দ্বিতীয় 'হায়'কালের ইসলাম তার শক্তির শিখর অতিক্রম করেছিল, যা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে তিন শত একানব্বই বছর ও পনেরো দিন স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল। তবুও ১৮৩০-এর দশকে মিসর মুসলিম ইতিহাসের দ্বিতীয় মহা জিহাদ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে মিসরে একটি খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল। আরও ইসলামি যুদ্ধের সম্ভাবনা ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে ভয়ে কাঁপিয়ে তুলছিল। বহু দশক ধরে ইসলাম তার যুদ্ধ পুনরায় প্রজ্বলিত করতে পারে—এই সংকটটিকে সেই সময়ের ইতিহাসবিদ ও সংবাদদাতারা 'প্রাচ্য সমস্যা' নামে অভিহিত করেছিলেন। 'পূর্বের সন্তানদের' যুদ্ধ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের সেই জাতিগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে, যারা তাদের ধর্ম রোমান চার্চ থেকে গ্রহণ করেছিল। ১৮৩৮ সালে খ্রিস্ট যে 'জাতিসমূহের দুঃখ' উল্লেখ করেছিলেন, তা বোঝাত ইসলামের প্রাক্তন রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চালানো যুদ্ধ থেকে সৃষ্ট ক্রোধান্বিত জাতিগুলোর কেঁপে ওঠা।

> মহান ইউফ্রেটিস নদীতে বাঁধা চারজন স্বর্গদূতকে [মুক্ত করা] বলতে আমি বুঝি যে ঈশ্বর তখন অটোমান সাম্রাজ্য যে চারটি প্রধান জাতি নিয়ে গঠিত ছিল, তাদেরকে—যারা কনস্টান্টিনোপলে পূর্ব সাম্রাজ্যকে বশে আনার জন্য বৃথা চেষ্টা করেছিল এবং ইউরোপ জয়ে খুব সামান্যই অগ্রগতি করেছিল—এবার কনস্টান্টিনোপল দখল করতে এবং ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলকে আক্রমণে প্লাবিত করে বশীভূত করতে অনুমতি দিতে চলেছিলেন; যা পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে সত্যিই ঘটেছিল। উইলিয়াম মিলারের রচনা, খণ্ড ২, ১২১।

লূকের বর্ণনায় জাতিসমূহের সংকট ছিল "বিভ্রান্তিসহ; সমুদ্র ও তরঙ্গের গর্জন," এবং "ভয়ে ও পৃথিবীতে যা আসছে তার প্রত্যাশায় মানুষের হৃদয় ভেঙে পড়ছিল।" ইস্টার্ন কোয়েশ্চেন-এর বিভ্রান্তি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর শক্তিধরদের ব্যতিব্যস্ত করে

রেখেছিল, এবং সেই দুর্দশার প্রতীক ছিল "ভয়ে মানুষের হৃদয় ভেঙে পড়া" ও "সমুদ্র ও তরঙ্গের গর্জন।"

> "ঈশ্বরের দাসদের এই সীলকরণটি সেই একই, যা ইহেজকিয়েলকে দর্শনে দেখানো হয়েছিল। যোহনও এই অত্যন্ত চমকপ্রদ প্রকাশের সাক্ষী ছিলেন। তিনি সমুদ্র ও ঢেউয়ের গর্জন দেখেছিলেন, আর ভয়ে মানুষের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তিনি দেখেছিলেন, পৃথিবী কেঁপে উঠছে, এবং পাহাড়সমূহ সমুদ্রের মাঝখানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে (যা আক্ষরিক অর্থেই ঘটছে); তার জল গর্জন করছে ও উত্তাল, আর জলস্ফীতিতে পাহাড়সমূহ কাঁপছে। তাঁকে দেখানো হয়েছিল যে বালা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু তাদের ভয়াবহ কর্তব্য সম্পাদন করছে।" Testimonies to Ministers, 445.

যখন যোহনকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণ দেখানো হয়েছিল, তিনি জাতিসমূহের সংকট দেখেছিলেন, যা সমুদ্র ও তরঙ্গের গর্জনে প্রতীকায়িত ছিল, এবং ভয়ে মানুষের হৃদয় মুষড়ে পড়ছিল; এবং সেটিই ছিল সেই একই মোহরকরণ যা নবম অধ্যায়ে ইজেকিয়েলকে দেখানো হয়েছিল। ইজেকিয়েলকে মোহরকরণের অভ্যন্তরীণ উপাদান দেখানো হয়েছিল এবং যোহনকে মোহরকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বাহ্যিক উপাদান দেখানো হয়েছিল। যোহন দেখেছিলেন যে জাতিসমূহের ক্রোধান্বিত হওয়া এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং জাতিসমূহের এই ক্রোধান্বিত হওয়াই লূকের 'জাতিসমূহের সংকট', যা ইতিহাসে 'ইস্টার্ন কোয়েশ্চেন' নামে পরিচিত। যোহনকে দেখানো হয়েছিল যে তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলাম এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের বাহ্যিক চিহ্ন।

> “বর্তমান সময়টি সকল জীবিত মানুষের জন্য গভীর আগ্রহের সময়। শাসক ও রাষ্ট্রনায়কগণ, যারা আস্থা ও কর্তৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত, সকল শ্রেণির চিন্তাশীল পুরুষ ও নারী—তাঁদের মনোযোগ আমাদের চারপাশে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি নিবদ্ধ। তাঁরা জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান টানাপোড়েনপূর্ণ ও অস্থির সম্পর্কসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁরা লক্ষ্য করছেন সেই তীব্রতাকে, যা পৃথিবীর প্রত্যেক উপাদানকে গ্রাস করে নিচ্ছে; এবং তাঁরা উপলব্ধি করছেন যে, মহৎ ও সিদ্ধান্তমূলক কিছু ঘটতে উদ্যত—যে, পৃথিবী এক মহাসংকটের প্রান্তসীমায় উপনীত।”
>
> “স্বর্গদূতেরা এখন বিরোধের বায়ুগুলিকে সংযত করে রাখছেন, যাতে জগৎকে তার আসন্ন সর্বনাশের বিষয়ে সতর্ক করা না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি প্রবাহিত না হয়; কিন্তু একটি ঝড় সঞ্চিত হচ্ছে, যা পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত; এবং যখন ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতদের বায়ুগুলি ছেড়ে দিতে আদেশ করবেন, তখন এমন এক বিরোধের দৃশ্য উপস্থিত হবে, যা কোনো কলমে চিত্রিত করা যাবে না।
>
> বাইবেল, এবং কেবলমাত্র বাইবেলই, এসব বিষয়ের সঠিক চিত্র তুলে ধরে। এখানেই আমাদের বিশ্বের ইতিহাসের মহৎ চূড়ান্ত দৃশ্যাবলি প্রকাশিত হয়েছে—যে ঘটনাগুলো ইতিমধ্যেই আগাম তাদের ছায়া ফেলেছে; তাদের আগমনের শব্দ পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে এবং ভয়ে মানুষের হৃদয় ভেঙে পড়ছে। শিক্ষা, ১৭৯, ১৮০।

লূকের একুশ অধ্যায়ে যীশু মিলারাইট আন্দোলনের সূচনা ঘটানো 'চিহ্ন'গুলো চিহ্নিত করছিলেন, এবং সিস্টার হোয়াইটের মতে, সেই সব 'চিহ্ন' পূর্ণ হয়েছে। লিসবন ভূমিকম্প, অন্ধকার দিন, তারকার পতন, এবং জাতিসমূহের সংকট—যা পৃথিবীর ক্ষমতাসমূহের কেঁপে ওঠার প্রতিনিধিত্ব করছিল, আর সেই কাঁপুনি 'ইস্টার্ন কোয়েশ্চেন'-জনিত ভয়ের মাধ্যমে ইসলামের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল—সবই পূর্ণ হয়েছে। মিলারাইট 'চিহ্ন'গুলোর মধ্যে

মানবপুত্রের মেঘসহ আগমনও অন্তর্ভুক্ত, যা খ্রিস্ট যেই ক্রমে ‘চিহ্ন’গুলো দিয়েছিলেন সেই ক্রমেই পূর্ণ হয়েছিল; কারণ ১৮৪০ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রাধান্য রুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে যখন জাতিসমূহের সংকটের অবসান ঘটল, তখন ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর খ্রিস্ট অতিপবিত্র স্থানে এলেন, এবং তিনি যখন এলেন, তিনি মেঘসহ এলেন।

> “আর দেখ, মানবপুত্রের সদৃশ একজন স্বর্গের মেঘের সঙ্গে এলেন, এবং যুগপুরাতনের কাছে এলেন, এবং তাঁকে তাঁর সম্মুখে কাছে আনা হলো। আর তাঁকে কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ্য দেওয়া হলো, যেন সমস্ত লোক, সমস্ত জাতি ও সমস্ত ভাষা তাঁকে সেবা করে; তাঁর কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব, যা কখনও বিলুপ্ত হবে না।” দানিয়েল ৭:১৩, ১৪। এখানে যে খ্রিষ্টের আগমন বর্ণিত হয়েছে, তা তাঁর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আগমন নয়। তিনি স্বর্গে যুগপুরাতনের কাছে আসেন কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ্য গ্রহণ করতে, যা তাঁকে দেওয়া হবে মধ্যস্থ হিসেবে তাঁর কাজের পরিসমাপ্তিতে। এই আগমনই, পৃথিবীতে তাঁর দ্বিতীয় আগমন নয়, ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে ১৮৪৪ সালে ২৩০০ দিনের অবসানে ঘটবে। স্বর্গীয় দেবদূতদের সহচর্যে, আমাদের মহান মহাযাজক পরমপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন এবং সেখানে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হন মানুষের পক্ষ হয়ে তাঁর পরিচর্যার শেষ কার্যাবলীতে নিযুক্ত হতে, অর্থাৎ তদন্তমূলক বিচারকর্ম সম্পাদন করতে এবং যাঁরা এর সুফলের অধিকারী বলে প্রমাণিত হন, তাঁদের সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে। মহাসংঘর্ষ, ৪৭৯।

মিলারাইটদের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত "চিহ্ন" ছিল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত "চিহ্ন"-এর পূর্বনিদর্শন। যখন খ্রিস্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বর্ণনাকে দ্বিতীয় সাক্ষ্য প্রদান করলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের "বসন্তে কুঁড়ি ধরা গাছগুলোর" দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি তাঁদের জানালেন যে, গাছগুলি যখন কুঁড়ি ধরতে শুরু করে তখন তোমরা বুঝবে যে তোমরা বিশ্বের শেষের নিকটে আছ; এবং যে প্রজন্ম বসন্তে কুঁড়ি ধরা গাছগুলো প্রত্যক্ষ করবে, তারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের অগ্নিতে আকাশ ও পৃথিবীর বিলীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

> যখন তারা এখন কুঁড়ি ধরে, তোমরা দেখে নিজে থেকেই জান যে গ্রীষ্ম নিকটে এসেছে। তেমনি তোমরাও, যখন এই সব বিষয় ঘটতে দেখবে, জেনে রেখো যে ঈশ্বরের রাজ্য নিকটে এসেছে। সত্যই আমি তোমাদের বলছি, যতক্ষণ না সব কিছু পূর্ণ হয়, ততক্ষণ এই প্রজন্ম লুপ্ত হবে না। আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হবে; কিন্তু আমার বাক্য লুপ্ত হবে না। লূক ২১:৩০-৩৩।

তাহলে প্রশ্নটা হয়, "গাছগুলো কখন কুঁড়ি মেলতে শুরু করেছিল?" ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের পরবর্তী বৃষ্টি ছিটে ছিটে পড়া শুরু করেছিল, যা যিশাইয়ার মতে ঈশ্বরের "পূর্ব বায়ুর দিনে কঠোর বাতাস"-এর "সেই দিন"।

> পরিমাপে পরিমাপে, যখন তা অঙ্কুরিত হয়, তুমি তার সঙ্গে বিবাদ করবে; পূর্ববাতাসের দিনে তিনি তাঁর কর্কশ বাতাস সংযত করেন। এইজন্যই যাকোবের অন্যায় পরিশুদ্ধ হবে; আর তার পাপ দূর করার এটাই সমগ্র ফল: যখন সে বেদীর সমস্ত পাথরকে চূর্ণবিচূর্ণ চুনাপাথরের মতো করে দেয়, তখন কুঞ্জ ও প্রতিমাগুলি আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। তবুও সুরক্ষিত নগর উজাড় হবে, বাসস্থান পরিত্যক্ত হয়ে মরুভূমির মতো পড়ে থাকবে; সেখানে বাছুর চরবে, সেখানে সে শুয়ে থাকবে, আর তার ডালপালা খেয়ে ফেলবে। যখন তার ডালপালা শুকিয়ে যাবে, সেগুলো ভেঙে পড়বে; নারীরা এসে সেগুলিতে আগুন ধরায়; কারণ এরা বোধশূন্য জাতি; তাই যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের উপর করুণা করবেন না,

> আর যিনি তাদের গড়েছেন তিনি তাদের কোনো অনুগ্রহ দেখাবেন না। আর সেই দিনে এটা ঘটবে যে, প্রভু নদীর প্রবাহপথ থেকে মিসরের স্রোতধারা পর্যন্ত ঝেড়ে তুলবেন, আর হে ইস্রায়েলের সন্তানরা, তোমরা একে একে জড়ো হবে। আর সেই দিনে এটা ঘটবে যে, মহান শিঙ্গা ফুঁকানো হবে, আর অশূরের দেশে যারা বিনাশের মুখে ছিল তারা এবং মিসরের দেশে যারা বিতাড়িত ছিল তারা এসে, যিরূশালেমে পবিত্র পর্বতে প্রভুর উপাসনা করবে। যিশাইয় ২৭:৮-১৩।

শেষ বৃষ্টি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ (পরিমিতভাবে) ছিটিয়ে পড়া শুরু করেছিল, এবং শেষ বৃষ্টির বার্তা ও কৃত্রিম শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। ওই বিতর্কের ইতিহাসই সেই সময়, যখন যাকোবের পাপ অপসারিত হয় (পরিশুদ্ধ করা হয়, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করা হয়)। ওই বিতর্কের ইতিহাস—যা হাবাক্কূকের বিতর্ক—হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সময়কাল; যার সমাপ্তি ঘটে যখন লাওদিকিয়ান সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টদের প্রভুর মুখ থেকে উগরে দেওয়া হয়, কারণ এটি 'সুরক্ষিত নগর' রূপে নির্জন হয়ে পড়বে; কেননা এটি এমন এক অজ্ঞান জনগণের নগরীতে পরিণত হয়েছিল, যারা দয়া বা কৃপা পায় না। সেই সময়ে প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের 'দ্বিতীয় কণ্ঠ' এক মহান তূর্য বাজাবে, যা সপ্তম তূর্য এবং তৃতীয় বিপদ, এবং ঈশ্বরের অন্য পাল 'যিরূশালেমে' এসে উপাসনা করবে, যা তখন বিজয়ী মণ্ডলীর আন্দোলনে পরিণত হবে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নির্দেশ করে যে পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ প্রজন্ম এসে গেছে, এবং কেবল যারা বসন্তে কুঁড়ি ধরা গাছগুলোকে চিনতে পারে তারাই সেই বৃষ্টি পাবে, যে বৃষ্টি গাছগুলোকে কুঁড়ি ধরাচ্ছে। কেবল যারা বুঝতে পারে যে 'তৃতীয় বিপদ'-এর ইসলামই অন্তিম বৃষ্টির আগমন ও এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলকরণকে চিহ্নিত করে, তারাই সেই দলে থাকবে।

> "শুধু তারাই অধিকতর আলো পাবে, যারা তাদের প্রাপ্ত আলোর অনুসারে জীবনযাপন করে। যদি আমরা সক্রিয় খ্রিষ্টীয় সদ্গুণসমূহের জীবনে প্রকাশে প্রতিদিন অগ্রসর না হই, তবে অন্তিম বর্ষণে পবিত্র আত্মার প্রকাশকে আমরা চিনতে পারব না। এটি আমাদের চারদিকে থাকা হৃদয়গুলোর ওপর বর্ষিত হতে পারে, কিন্তু আমরা তা বুঝতেও পারব না, গ্রহণও করব না।" পরিচারকদের প্রতি সাক্ষ্যাবলী, ৫০৭।
>
> আমাদের পশ্চাৎ বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। এটি তাদের সকলের উপর আসছে, যারা আমাদের উপর নেমে আসা অনুগ্রহের শিশির ও বর্ষণকে চিনে নেয় এবং আপন করে নেয়। যখন আমরা আলোর ছিটেফোঁটা কুড়িয়ে নিই, যখন আমরা ঈশ্বরের নিশ্চিত করুণাকে মূল্য দিই—যিনি ভালবাসেন যে আমরা তাঁর উপর ভরসা রাখি—তখন প্রতিটি প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে। 'যেমন পৃথিবী তার কুঁড়ি বের করে আনে, এবং যেমন উদ্যান তাতে বপন করা জিনিসগুলিকে অঙ্কুরিত করে তোলে; তেমনি প্রভু ঈশ্বর সমস্ত জাতির সামনে ধার্মিকতা ও স্তবকে অঙ্কুরিত করবেন' (ইশাইয়া ৬১:১১)। সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পরিপূর্ণ হবে। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৮৪।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে অধ্যয়নটি চালিয়ে যাব।

> "যারা সাহায্য করতে পারে—তাদের কর্তব্যবোধে জাগ্রত না হলে, তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ আহ্বান শোনা গেলে তারা ঈশ্বরের কাজকে চিনতে পারবে না। যখন আলো পৃথিবীকে আলোকিত করতে বেরিয়ে আসবে, তখন প্রভুর কাজে সহায় হতে এগিয়ে আসার বদলে তারা তাদের সংকীর্ণ ধারণার সঙ্গে মেলাতে তাঁর কাজকে বাঁধতে চাইবে। আমি আপনাদের বলি, এই শেষ কাজটিতে প্রভু এমনভাবে কাজ করবেন যা প্রচলিত নিয়মের

বহির্ভূত, এবং এমন এক পথে যা কোনো মানব পরিকল্পনার পরিপন্থী। আমাদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যারা সর্বদা ঈশ্বরের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে, এমনকি বিশ্বের কাছে দেওয়ার বার্তায় তৃতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গে যুক্ত সেই স্বর্গদূতের নির্দেশনায় কাজটি এগোলে কোন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাও নির্দেশ দিতে চাইবে। ঈশ্বর এমন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করবেন যাতে দেখা যাবে যে তিনি লাগাম নিজের হাতে নিচ্ছেন। তাঁর ধার্মিকতার কাজ সম্পন্ন ও সিদ্ধ করতে তিনি যে সরল মাধ্যম ব্যবহার করবেন, তা দেখে কর্মীরা বিস্মিত হবে।" Testimonies to Ministers, 300.